দৈনিক ইনকিলাব

JAN. 30 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের আহবান

এদেশের ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতঃ একে সমূলে ধ্বংসের পরিকল্পনার সেই করুণ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার যে পর্বতময় বৈষম্য সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে, এখানে আমরা তারই অবসানের দাবীর সপক্ষে কিছু বলতে চাই। ইসলামী তথা মাদ্রাসা শিক্ষা অনুরাগী বিভিন্ন মহল, মাদ্রাসা শিক্ষক-ছাত্রসমাজের পক্ষ হতে এই বৈষম্য দূর করার জন্য প্রতিনিয়তই সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন ও দাবী পেশ করা হয়েছে। অতীতের ন্যায় সম্প্রতিও বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের পক্ষ হতে অনুষ্ঠানিকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার সকল স্তরে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করার আহবান জানানো হয়েছে। এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের রেজিস্টার্ড প্রাইমারী শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন ও ছাত্রদের বিনামূল্যে বই ও বৃত্তিদানের দাবী এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে বলে রাখা দরকার যে, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বাস্তব ও সুদূরপ্রসারী রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের ফলে মাদ্রাসা শিক্ষাবিরোধী ষড়যন্ত্র কেবল বানচালই হয়ে যায়নি, মাদ্রাসার যুগান্তকারী উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয় এবং মাদ্রাসাগুলো ও শিক্ষক সমাজ সরকারের প্রদত্ত নানা সুযোগ-সুবিধা ক্রমান্বয়ে অর্জন করতে থাকেন। পূর্বে বেগম খালেদা জিয়া সরকার যখন ক্ষমতাসীন ছিলেন তখন পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে আওয়ামী সরকারের আমলে শিক্ষার ওপরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানামুখী আঘাত আসতে থাকে। মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচনের ধারা অব্যাহত থাকে। বেগম খালেদা জিয়ার ঐক্যজোট সরকার তা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছেন, এই বাস্তবতা অনস্বীকার্য।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষেত্রে অতীতের সৃষ্টি করা পর্বতসম বৈষম্যের কিছু কিছু নমুনা তুলে ধরছি। এই বৈষম্যের বিস্তৃতির তালিকা সুদীর্ঘ হলেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়।

প্রথমতঃ এবতেদায়ী বা প্রাথমিক স্তরের মাদ্রাসাগুলোর কথাই ধরা যাক। এ শ্রেণীর মাদ্রাসাগুলোকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা গেলেও দুই শ্রেণীর মাদ্রাসার মধ্যেও বৈষম্য জিইয়ে রাখা হয়েছে। রেজিস্টার্ড ও সিনিয়র/কামেল মাদ্রাসার অধীনস্থ বেসরকারী সংযুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা। এগুলোর মধ্যে কিছুসংখ্যক মাদ্রাসা যৎসামান্য সরকারী অনুদান লাভ করলেও বিপুলসংখ্যক মাদ্রাসা শিক্ষক তাও পায় না। এই বৈষম্যের অবসান অবশ্যই কাম্য। দ্বিতীয়তঃ সকল বেসরকারী শিক্ষককেই বছরের উৎসবভাতা প্রদান হতে বঞ্চিত রাখা হয়েছে– যা সম্পূর্ণরূপে অমানবিক আচরণের শামিল। এসব বেসরকারী শিক্ষকের সাথে উৎসবভাতা প্রদানের বৈষম্য অক্ষুণ্ণ রাখার নীতি পরিহার করার সোচ্চার দাবী অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলে আমরা মনে করি। তবে আনন্দ ও প্রশংসার বিষয় যে, বর্তমান ঐক্যজোট সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সম্প্রতি বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের এককালীন অবসরভাতা প্রদানের যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন তা সবমহলে অভিনন্দিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। গত ২৪ জানুয়ারী খোদ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই পদক্ষেপের বাস্তবায়ন হিসেবে পাঁচজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীর হাতে এককালীন পেনশন ভাতার চেক তুলে দিয়ে এই কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের সাথে নানামুখী বৈষম্যের অবসানকল্পে সংগ্রামরত বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন সোচ্চার দাবী পেশ করায় শিক্ষক সমাজে আশার আলো দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়। কেননা, মাদ্রাসা শিক্ষাদরদী বর্তমান ঐক্যজোট সরকারের প্রধান দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছেন, তাতে স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায় যে, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের যুক্তিসঙ্গত দাবীসমূহ সরকার অচিরেই পূরণ করতে প্রয়াসী হবেন। জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি মাওলানা এম, এ, মান্নান সরকারের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন যে, আসন্ন ঈদুল আজহার পূর্বেই স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের রেজিস্টার্ড প্রাইমারী শিক্ষকদের অনুরূপ অনুদান প্রদান, এবতেদায়ী ছাত্রদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, ১০০ টাকা করে বৃত্তিদান এবং বেসরকারী শিক্ষকদের উৎসবভাতা প্রদানের ঘোষণা দেয়া হোক। গত রবিবার মহাখালীস্থ বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাদ্রাসা শিক্ষক প্রতিনিধিদের এক সমাবেশে মাওলানা এম, এ, মান্নান এই আহবান জানিয়ে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের গৃহীত ভূমিকার বর্ণনা দেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কমিটি গঠনকে অভিনন্দন জানিয়ে এ কমিটিতে আরো মাদ্রাসা শিক্ষক প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে কমিটিকে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য করারও আহবান জানান। মাওলানা মান্নান মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রতি নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষাগ্রহণ এবং জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেয়ার জন্য সকল মাদ্রাসা শিক্ষকের প্রতি আহবান জানান। তিনি তাদের দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত না হওয়ার উপদেশ দেন এবং নিজেদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলার আহবান জানান। উল্লেখ্য, মাওলানা এম, এ, মান্নান গত ১৮ জানুয়ারী খুলনার বিভাগীয় জমিয়াতের এক সম্মেলনে হাজার হাজার মাদ্রাসা শিক্ষকের উপস্থিতিতে মাদ্রাসা শিক্ষকদের সরকারী স্কুল-কলেজের সমান বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্যও সরকারের প্রতি আহবান জানান। সরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের ন্যায় বেসরকারী মাদ্রাসার শিক্ষকদের দু'মাসের উৎসবভাতা প্রদানের জন্যও জমিয়াত সভাপতি আহবান জানান।

আমরা আশা করব, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের উল্লেখিত আহবানের প্রতি ঐক্যজোট সরকার সাড়া দেবেন এবং এ সম্পর্কে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।